১৫

খ্রীষ্ট, মণ্ডলীর মস্তক

একটি গল্পে উল্লেখ আছে যে, একদল যুবক দ্রুত একটি দোকানে প্রবেশ করে। তাহারা কিছু জিনিস পত্র ক্রয় করে ও দ্রুত বের হয়ে যায়। মিনিটের মধ্যে তাহারা দৃষ্টির বাহিরে চলে যায়। কয়েক মিনিট পরে, অন্য একটি বালক দ্রুত দোকানে প্রবেশ করে। সে দোকানের ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কি একদল বালক এইখান হয়ে চলে যেতে দেখেছিলেন?" দোকানের ক্লার্ক বলেছিলেন, "হ্যাঁ" মিনিট পনের হয়েছে তাহারা এখানে ছিল। তাহারা অতি ব্যস্ত ছিল। বালকটি বলেছিল, "কোন পথে তাহারা চলে গিয়েছে? আমি তাহাদের দলনেতা!"

এই বালকটি হল একটি নেতৃত্বের উদাহরণ যাহা আমরা বহুবার দেখেছি– এমন নেতৃত্ব যাহা সামনে থেকে পরিচালনা করে না, বরং পিছনে বসে অনুসারীরা কোথায় গিয়েছে তাহা নিয়ে ভাবনায় থাকে। নৈতিক দুর্বলতা এবং ত্রুটিপূর্ণতাই হল মানব নেতৃত্বের সমস্যা। মানব নেতৃত্ব, কোন না কোন সময়ে, নৈরাশ্য বা হতাশা আনয়ন করে। মানুষ সর্বদা মানুষই থাকে।

মণ্ডলীতেও কি কোন না কোন সময় দুর্বল নেতৃত্ব থাকে? মেষ, স্বর্গ যাহাদের লক্ষ্য তাহাদের কি এমন নেতৃত্ব আছে যাহারা মানব দূর্বলতা এবং পরাজয়ে জীবন যাপন করেন? মণ্ডলী যখন পৃথিবী থেকে মহা চিরন্তন অনন্তকালীন পাড়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তখন কি উহার সদস্যগণকে নির্ভর করতে হবে একটি ভাঙ্গা দিক নির্দেশক যন্ত্রের উপরে?

এই ভয় হতে আমরা ঈশ্বর নিঃশ্বসিত বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা পেতে পারি কারণ সেখানে বলা হয়েছে মণ্ডলীর প্রধান আর কেহই নয় একমাত্র যীশু খ্রীষ্ট। পৌল লিখেছিলেন, "যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীর মস্তক; তিনি আবার দেহের ত্রাণকর্তা" (ইফি ৫:২৩-২৫)। তিনি মণ্ডলীর মস্তক কারণ তিনি উহাকে ভালবেসেছেন ও উহার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। মণ্ডলী পরিচালনায় যীশুরই অধিকার আছে, তাঁহার মহান উৎসর্গের কারণে। "খ্রীষ্টও মণ্ডলীর মস্তক" উক্তিটিকে আপনার চিন্তার গভীরে প্রবেশ করান। খ্রীষ্টকে মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে নিলে যাহারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সদস্য তাহারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারণ তাহারা যে নির্ভুল পথ নির্দেশনা পেয়েছে উহা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবে। উহার কারণে একজন অ-খ্রীষ্টিয়ানও মণ্ডলীতে প্রবেশ করবেন- যেন তাহারা ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বের নেতৃত্ব অর্থাৎ খ্রীষ্টের নেতৃত্বে অধীনস্থ হতে পারেন।

আসুন আমরা "খ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর মস্তক" সর্ব বিষয়ে এই মূল সুর পুনরায় মনস্থ করি, যে তিনিই মণ্ডলীর মস্তক।

কর্তৃত্বে তিনিই মস্তক

প্রথমত, খ্রীষ্ট হলেন কর্তৃত্বে মণ্ডলীর প্রধান। তিনি হলেন প্রভু, এবং তিনি তাঁহার ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালনা দেন।

মৃত্যু হতে তাঁহার পুনরুত্থানের এবং স্বর্গারোহণের পরে, খ্রীষ্ট স্বর্গীয় স্থানে ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে বসে আছেন, "সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের উপরে, এবং যত নাম কেবল ইহযুগে নয়, কিন্তু পরযুগেও উল্লেখ করা যায়, তৎসমুদয়ের উপরে পদান্বিত করিলেন" (ইফি ১:২১)। ঈশ্বর, "সমস্তই তাঁহার চরণের নিচে বশীভূত করিলেন, এবং তাঁহাকেই সকলের উপরে উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন; সেই মণ্ডলী তাঁহার দেহ, তাহারই পূর্ণতাস্বরূপ, যিনি সর্ববিষয়ে সমস্তই পূরণ করেন" (ইফি ১:২২,২৩)। একই সত্য পৌল কলসীয়তেও প্রকাশ করেছেন, যখন তিনি তাহাদের বলেছেন, "আর তিনিই দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক; তিনি আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত, যেন সর্ববিষয়ে তিনি অগ্রগন্য হন। কারণ [ঈশ্বরের] এই হিতসঙ্কল্প হইল, যেন

সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতেই বাস করে" (কল ১:১৮,১৯)। ইব্রীয় লেখকের অনুসারে, ঈশ্বর শেষকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান সময়কালে তাঁহার পুত্রের মাধ্যমে কথা বলেছেন (ইব্রীয় ১:১,২)। তিনি যীশুকে সর্বোচ্চে তুলে ধরেছেন এবং সকল নামের ঊর্ধ্বের নাম দিয়েছেন, "যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল-নিবাসীদের সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন" (ফিলি ২:১০,১১)। বাক্য আমাদের নিশ্চিত করে যে, খ্রীষ্ট মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে রাজত্ব করবেন, অথবা রাজ্যের রাজা থাকবেন কালের শেষ পর্যন্ত, এবং তখন, যখন শাসন, কর্তৃত্ব, এবং ক্ষমতার ধ্বংস হবে, তিনি রাজ্যকে পিতা ঈশ্বরের হাতে তুলে দিবেন (১করি ১৫:২৩,২৪)।

যীশুর মণ্ডলী তাঁহার কর্তৃত্বেই এবং নেতৃত্বেই চলবে। এমনকি এই "আমি" ব্যবহৃত যুগেও খ্রীষ্টের মণ্ডলীর লোক তাঁহাদের নিজেদের ইচ্ছানুসারে চালাতে পারে না। যীশুকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করা ও "আমিই প্রথম" একই সময় এই দুটি তাহারা বলতে পারে না। প্রতিটি সিদ্ধান্ত একজন খ্রীষ্টিয়ান গ্রহণ করে তা হল আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত, প্রভুর প্রভুত্বে বাধ্যতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে।

দৃষ্টান্তে তিনিই মস্তক

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর মস্তক দৃষ্টান্তে। ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্তিতায় তিনি হলেন নির্ভুল বা শুদ্ধ প্রতিকৃতি। তিনি তাঁহার নিষ্পাপ জীবন দিয়ে নেতৃত্ব দিতেছেন।

পিতর বলেছেন যে, খ্রীষ্ট কোন পাপ করেন নাই, এবং কোন কপটতা বা ছলনা তাঁহার মুখে পাওয়া যায় নাই। তাঁহাকে অভিশাপ দেয়া হলেও প্রতি উত্তরে তিনি অভিশাপ দেন নাই। যখন যন্ত্রণা পেয়েছেন তখন তিনি কোন প্রকার ভয়ভীতি উচ্চারণ করেন নাই (১পিতর ২:২১-২৩)।

খ্রীষ্টকে তাঁহার কৃত কোন কর্মের জন্য ক্ষমা চাইতে হয় নাই। কোন ভুল কথা বলে কখনই তাহা প্রত্যাহার করার প্রয়োজন তাঁহার

পড়ে নাই। পাপযুক্ত কোন চিন্তা কখনই তাঁহার হৃদয়ে উদয় হয় নাই। তাঁহার জীবন তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেছেন কিন্তু একটি পাপও তাহার শত্রুগণ খুঁজে পায় নাই।

তিনি জীবন্তভাবে আমাদের পরিচালনা করতে চাহেন- সত্য, বিশুদ্ধ এবং সম্মানিত ভাবে (ফিলি ৪:৮)। যাকোব লিখেছেন, "কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, আর তিনি কাহারও পরীক্ষা করেন না; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়" (যাকোব ১:১৩,১৪)। আমাদের শত্রু খ্রীষ্ট নয়, কিন্তু শয়তান, যাহাকে "প্রলোভনকারী" আখ্যায়িত করা হয়েছে মথি ৪:৩ পদে। সে গর্জনকারী সিংহের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাহাকে গ্রাস করবে তাহার সন্ধানে (১পিতর ৫:৮)। সে সর্বদা আমাদের দুর্বলতার সুযোগের জন্য প্রস্তুত থাকে।

খ্রীষ্ট আমাদের দুর্বলতাও জানেন; তিনি আমাদের সমস্যা বুঝতে পারেন। তাঁহাকেও প্রলোভন-কারীর সম্মুখে পড়তে হয়েছে, তবুও তিনি পাপ করেন নাই (ইব্রীয় ৪:১৫)। তিনি আমাদের সম্মুখে প্রলোভন রাখেন নাই; বরং তিনি পাপ থেকে উদ্ধারের পথ দিয়েছেন, যে প্রলোভন আমরা সহ্য করতে পারব না তাহা থেকে তিনি রক্ষা করেন (১করি ১০:১৩)।

মণ্ডলীর মস্তক যেমন কর্তৃত্বে নির্ভুল তেমনি তিনি চরিত্রেও নির্ভুল। তাঁহার মণ্ডলী তাঁহারই আদেশ অনুসরণ এবং তাঁহার জীবন অনুকরণ করবে। ১যোহন ২:৬ বলেছে "যে বলে, আমি তাঁহাতে থাকি, তাহার উচিত যে তিনি যেরূপ চলিতেন, সেও তদ্রুপ চলে।" কারণ এক বিশেষ ধরনের নেতৃত্ব যীশু মণ্ডলীকে দিচ্ছেন, তাই পৌল বলতে পেরেছিলেন, "যেমন আমিও খ্রীষ্টের অনুকারী, তোমরা তেমনি আমার অনুকারী হও" (১করি ১১:১ পদ হল, বাংলা বাইবেলের ১করি ১০:৩৩ পদ)।

এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পাই যে, খ্রীষ্ট আমাদের নিখুঁত উদ্ধার কর্তা হয়েছেন। ঈশ্বরের সাক্ষাতে নিষ্পাপ জীবন যাপন করে, তিনি আমাদের উদ্ধার কর্তা হবার নিখুঁত যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েছিলেন এবং আমাদের পাপের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিষ্পাপ জীবন উৎসর্গ

করতে পেরেছিলেন প্রায়শ্চিত্ত (মূল্য দান) স্বরূপ। ইব্রীয় লেখক আমাদের অনুরোধ করেছেন যে, "যদিও তিনি পুত্র ছিলেন, তথাপি যে সকল দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করিলেন; এবং সিদ্ধ হইয়া আপনার আজ্ঞাবহ সকলের অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হইলেন" (ইব্রীয় ৫:৮,৯)।

নথনিয়েল হাউথর্ন "বিশাল শৈল অবয়ব" নামক একটি গল্প লিখেছিলেন, যাহা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা যাহা দর্শন করি তাহাই হই; যাহা পছন্দ করি তাহাই অনুকরণ করি। উপত্যকার দিকে, যে দিকটায় এক গ্রাম বিতাড়িত লোক বাস করিতেছিল সেই দিকে পাহাড়ের গায়ে এক বিশাল মুখমণ্ডল খোদাই করা হয়েছিল। ঐ গ্রামের সকলে বিশ্বাস করতেন যে ঐ শৈলে খোদিত চেহারার মত একজন লোক কোন এক সময় তাহাদের উদ্ধারকর্তা হয়ে উদ্ধার করতে আসবেন। উক্ত গ্রামের একটি ছেলে ঐ শৈলে খোদিত চেহারার কথা ব্যকুল বাসনা নিয়ে চিন্তা করত। কালক্রমে, শৈল মুখাকৃতিতে শ্রদ্ধা ও দর্শনের মাধ্যমে, যুবক মুখাকৃতির অনুরূপে বেড়ে উঠতে থাকল, এলাকাবাসী শীঘ্রই তাহাকে তাহাদের উদ্ধারকর্তা হিসেবে চিনতে লাগল।

আমরা যাহা দেখি তাহাই হই বিশেষ করে উহা মণ্ডলীতে সত্য। পৌল বলেছেন, "কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি" (২করি ৩:১৮)।

খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী কিভাবে জীবন যাপন করবে সেই আদর্শ হিসেবে তাঁহার জীবন দর্শন করে। দৃষ্টান্তে তিনি আমাদের মস্তক। সদস্যগণ শুধু মাত্র তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখেননা, বরং তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ দৃঢ়ভাবে দৃষ্টি রাখেন (ইব্রীয় ১২:২) যেভাবে তিনি তাঁহার নিষ্পাপ জীবন দিয়ে তাঁহার মণ্ডলীকে পরিচালিত করতেন।

প্রেমে তিনি মস্তক

তৃতীয়ত, প্রেমে খ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর মস্তক। তিনি বিস্ময়কর

প্রেমের মাধ্যমে তাঁহার লোকদের নির্দেশনা দেন ও পরিচালনা করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পূর্বের সন্ধ্যায়, যীশু তাঁহার শিষ্যদের বলেছিলেন, "এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর। তোমরা যদি আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য" (যোহন ১৩:৩৪,৩৫)। তিনি আরও বলেছিলেন, "আমার আজ্ঞা এই, তোমরা পরস্পর প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি" (যোহন ১৫:১২)।

এই প্রেম যাহা তিনি তাঁহার লোকদের জন্য দেখিয়েছেন তাহা তিনটি পথে তাঁহার অনুসারীদের পরিচালনা করে। প্রথমত, উহার ফলস্বরূপ তাহারা তাঁহাকে প্রেম প্রদর্শন করবেন। যোহন বলেছেন, "আমরা প্রেম করি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন" (১যোহন ৪:১৯)। দ্বিতীয়ত, তাঁহার প্রেমের ফলস্বরূপ খ্রীষ্টিয়ানগন একে অপরকে প্রেম করতে উদ্বুদ্ধ হবেন। যোহন লিখেছেন, "তিনি আমাদের নিমিত্তে আপন প্রাণ দিলেন, ইহাতে আমরা প্রেম জ্ঞাত হইয়াছি; এবং আমরাও ভ্রাতাদের নিমিত্ত আপন আপন প্রাণ দিতে বাধ্য" (১যোহন ৩:১৬)। তৃতীয়ত, তাঁহার প্রেমের কারণে তাঁহার অনুসারীগণ তাঁহার ইচ্ছা পালন করেন। খ্রীষ্ট বলেছেন, "তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করবে" (যোহন ১৪:১৫)।

যখন দূতগণ খ্রীষ্টের জাগতিক কার্য্য দেখেছিলেন তাহারা অবশ্যই শ্রদ্ধা মিশ্রিত সম্মান দেখিয়েছিলেন। তাঁহার ক্রুশে মৃত্যুর পূর্বের দিন, তিনি একটি বোল এবং একটি টাওয়াল নিয়েছিলেন, এবং প্রেমে ও নম্রতায় তাঁহার শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন। রাজাধিরাজ তাঁহার শিষ্যদের সামনে প্রেমের সেবায় জানু পেতেছিলেন। খ্রীষ্ট শুধুমাত্র একজন মানব হয়েছিলেন না, কিন্তু তিনি একজন মানব সেবকও ছিলেন। তিনি মানব আকার ধারণ করেন এবং কৃতদাসের মত জীবন যাপন করেন (ফিলিপীয় ২:৭)।

যোহন এই বিশেষ দৃশ্য এই বাক্য দ্বারা প্রকাশ করেছেন, "তিনি জানিলেন যে, পিতা সমস্তই তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছেন ও তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছেন, আর ঈশ্বরের নিকটে যাইতেছেন" (যোহন ১৩:৩)। অন্য কথায়, একই সাথে যেমন খ্রীষ্ট তাঁহার অধিকার, অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে

সজাগ ছিলেন, তেমনই তিনি স্বেচ্ছায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব (নিজেকে ছোট করেন) ত্যাগ করে একজন সেবকের জীবন যাপন করে সেবকের কর্ম করেছেন। তিনি তাঁহার আধিপত্য, শক্তি, তাঁহার ক্ষমতা ও অধিকার সদর্পে দেখান নাই। প্রেমে, তাঁহার শিষ্যদেরকে নম্রতার শিক্ষা দিতে তিনি ইহা ব্যবহার করেছেন।

মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে, তাঁহার ক্ষমতা এবং অধিকার সহকারে তিনি প্রেমের মাধ্যমে সেবা করেন। তাঁহার শিষ্যদের পা ধুয়ে দেয়ার দ্বারা তিনি প্রভু হিসেবে তাঁহার অবস্থানকে ত্যাগ করেন নাই; তিনি প্রভু হিসেবে তাঁহার অবস্থানকে ব্যবহার করেছেন তাহাদের সেবা করতে এবং তাহাদের সেবার আত্মাকে গাঁথিয়া তুলতে। তিনি তাহাদের বলেছেন, "তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক; আর তাহা ভালই বল, কেননা আমি সেই। ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ান উচিৎ। কেননা আমি তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, যেন তোমাদের প্রতি আমি যেমন করিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ কর" (যোহন ১৩:১৩-১৫)।

প্রেম কি এবং সত্যিকারের প্রেম কিভাবে প্রকাশ করে সেই চিত্র যীশু সর্বোৎকৃষ্ট পথে তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁহার মণ্ডলীকে তাঁহার প্রেমে পরিচালনা করেছেন। যখন একজন খ্রীষ্টিয়ান তাঁহার প্রেমের পরিবেশে জীবন যাপন করেন, ঐ পরিবেশে নিশ্বাস গ্রহণ করেন, এবং উহাতে উদ্ভূত থাকেন, তখন তাহারা তাঁহার প্রতিমূর্তিতে পূনঃ সৃষ্টি হয়ে থাকেন। তাই যোহন বলেছেন, "প্রিয়তমেরা, আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি; কারণ প্রেম ঈশ্বরের; এবং যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বর হইতে জাত এবং সে ঈশ্বরকে জানে। যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম" (১যোহন ৪:৭,৮)।

উপসংহার

নিশ্চয়ই, অধিকারে, উদাহরণে, প্রেমে এবং সেবায় খ্রীষ্টই হলেন মণ্ডলীর মস্তক। তিনি তাঁহার প্রভুত্বে, তাঁহার নিষ্পাপ জীবনে, এবং তাঁহার প্রেমে, তাঁহার মণ্ডলীকে পরিচালনা করতেছেন।

যে কোন প্রতিষ্ঠানে অথবা দলের প্রধানকে তাহার প্রাপ্য

উপযোগিতা, প্রামাণিকতা এবং শক্তি যাহা তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে বা দলে অধিকার করেন তাহা তাহাকে দেওয়া উচিৎ। এই বিষয়টি খ্রীষ্ট এবং মণ্ডলীর ক্ষেত্রেও অবশ্যই সত্য। খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধতা, প্রজ্ঞা, সততা এবং শক্তি, মণ্ডলীকে দিবেন, তাঁহার প্রাধান্যতা এবং নেতৃত্বের মাধ্যমে।

খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী খ্রীষ্টের দ্বারাই স্থাপিত হয়েছিল; খ্রীষ্ট কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে এবং খ্রীষ্টের নামই পরিধান করে। খ্রীষ্ট যাহার অধিকারী তিনি তাহা তাঁহার মণ্ডলীকে দিয়েছেন; যে ধরনের ভবিষ্যৎ খ্রীষ্টের জন্য আছে মণ্ডলীর জন্যও তাহাই আছে। তিনি তাঁহার মণ্ডলীকে রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞা করেছেন আজকে এবং ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে বিশুদ্ধ করবেন, "যেন আপনি আপনার কাছে মণ্ডলীকে প্রতাপান্বিত অবস্থায় উপস্থিত করেন, যেন তাহার কলঙ্ক বা সঙ্কোচ বা এই প্রকার আর কোন কিছু না থাকে, বরং সে যেন পবিত্র ও অনিন্দনীয় হয়" (ইফি ৫:২৭)।

খ্রীষ্ট যদি মণ্ডলীকে সৃষ্টি করে থাকেন, পরিত্রাণ ও তাঁহার প্রেমের সহভাগি করে থাকেন, এবং অনন্তকালীন গৌরবের প্রতিজ্ঞার মুকুটে যদি ভূষিত করে থাকেন, তবে তাঁহার মণ্ডলীতে থাকতে কে না চাইবে?

আপনি কি খ্রীষ্ট দ্বারা পরিচালিত মণ্ডলীতে আছেন?

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে ২৪৪ পৃষ্ঠায়)

১। এমন কোন নেতৃত্বের উদাহরণ দিন যাহা সত্যিকারে কোন প্রকার পরিচালনাই দেয় না।

২। অধিকারে খ্রীষ্ট কিভাবে মণ্ডলীর মস্তক? যীশুর কাছে যে সকল কর্তৃত্ব আছে তাহার প্রমাণ হিসেবে বাক্য উল্লেখ করুন।

৩। কত দিন বা কত সময় খ্রীষ্ট মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে রাজত্ব করবেন? (১করি ১৫:২৩-২৫ দেখুন।)

৪। যীশু কিভাবে আমাদের যথার্থ উদ্ধারকর্তা হয়েছিলেন? (ইব্রীয় ৫:৮,৯ দেখুন।)

৫। খ্রীষ্টে ধর্মান্তরিত হওয়া সময়-মাত্র কিন্তু তাঁহার প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়া দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া। এই প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া আলোচনা করুন। (২করি ৩:১৮ দেখুন।)

৬। খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছেন উহা খ্রীষ্টের জন্য দৈনন্দিন জীবন যাপনে আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়?

৭। "একে অপরের পা ধোয়ানো" বর্তমানে খ্রীষ্টিয়ানগন কিভাবে করবে?